দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 2-0 AUG-199 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেধা তালিকাই কী যোগ্যতার মাপকাঠি

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। হঠাৎ একটি বাড়ির সামনে দারুণ ভিড়। মটর সাইকেল, বেবী ট্যাক্সি, কার হাঁকিয়ে একের পর এক সাংবাদিক আসছেন বাড়িটিতে। অথবা পাড়ার মোড়ে এসে জিজ্ঞেস করছেন অমুকের বাসাটা কোন্ দিকে? এলাকাবাসী অবাক। কী করেছে ঐ বাড়ির ছেলেটা? যখন জানা গেল পরীক্ষায় সে স্ট্যান্ড করেছে। তখন সবার মধ্যে সে কী আনন্দ। কয়েক মিনিট আগেও যে ছিল অখ্যাত। পাড়ার গুটি কয়েক কিশোর তরুণ ছাড়া হয়তো তাকে কেউ চিনতো না। পরীক্ষায় ভালো করার সুবাদে সে হয়ে ওঠে হিরো। বেতার-টিভি তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য দৌড়ে আসে। পত্র-পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হয়। ছেলেটির বাবা-মায়ের সে কী আনন্দ!

প্রতিবছরই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্ট্যান্ড করে। বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য এই তিনটি শাখায় মোট ৬০টি স্থান মেধা তালিকার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। দেশের ৫টি বোর্ডে প্রতিবছর ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিটি পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করে। এবার এই সংখ্যা (এসএসসির ক্ষেত্রে) দাঁড়িয়েছে ৪৪৮। সারাদেশে এসএসসি পাস এই ৪৪৮ জন ছাত্রছাত্রীকে শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নেওয়া যায়। এদের অনেকেই বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছে। লেখাপড়ার ধরন কেমন ছিল, কীভাবে পড়লে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা যাবে ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেছে। কেউ কেউ আবার রাজনীতি সম্পর্কেও বক্তব্য রেখেছে। ভবিষ্যতের স্বপ্নের কথাও তুলে ধরেছেন অনেকে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে অধিকাংশরা। এদের স্বপ্ন এবং বাস্তবের মিল কতদূরে।

পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হয়, মেধা তালিকায় স্থান অধিকার করে ছাত্রছাত্রীরা। সাংবাদিকরা ছুটে যায় তাদের কাছে। সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। আমি ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে মেধাবীদের এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই ধরা দেয় না। এসএসসিতে স্ট্যান্ড করা ছাত্রছাত্রী এইচএসসিতে গিয়ে তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে এমন নজীরও রয়েছে। এইচএসসিতে একটি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। এসএসসিতে মেধা তালিকার ২০তম স্থানে ছিল জনৈক ছাত্র। এইচএসসিতে গিয়ে তার কোন খোঁজ নেই। অর্থাৎ ফেল করেছে। এই বাস্তবতা কী মেনে নেওয়ার মত। যে ছেলে অথবা মেয়ে এসএসসিতে স্ট্যান্ড করেছিল সে যদি এইচএসসিতে প্রথম বিভাগও না পায় তাহলে মান সম্মান থাকে কী করে?

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশের পর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। পড়াশুনার ক্ষেত্রে হঠাৎ অমনযোগী হয়ে ওঠে। এমনও দেখা গেছে স্ট্যান্ড করা ছাত্রছাত্রীও ভালো কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পায়নি। এর কারণ কি? কারণ হল অমনযোগিতা। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন যে রেজাল্ট বের হবার পর পরই পরবর্তী ধাপের জন্য লড়াই শুরু হয়ে যায়। ভর্তি পরীক্ষার লড়াইয়ে আবারও যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। এইক্ষেত্রে রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার পর যারা ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে তারা সফল হয় আর যারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পরে পড়বো এই মানসিকতা ধারণ করে তাদের ভাগ্যে দেখা দেয় ব্যর্থতা। মেধাবী বন্ধুরা, আপনারা যারা পরীক্ষায় মেধা তালিকায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তাদের প্রতি দেশ ও জাতির আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। ভালো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের পদচারণায় মুখরিত হবে এটাই সবার প্রত্যাশা। কিন্তু এর জন্য আপনার পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটই যথেষ্ট নয়। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে আপনাকে। অর্থাৎ আবার মেধার লড়াইয়ে নামতে হবে। কাজেই পরীক্ষায় পাসের আনন্দকে ধরে রাখার জন্য ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করুন। এবার কিন্তু অধিকাংশ কলেজে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

❑ রেজানুর রহমান